গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ অধিশাখা
www.mos.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা,২০২১ (খসড়া) প্রণয়ন সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ১৭-০২-২০২২ খ্রি.।
সময় : বিকাল ০৩.০০ টা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির সদয় নির্দেশক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মুহাম্মদ লুৎফর রহমান সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রস্তাবিত খসড়া বিধিমালার উপর স্টেকহোল্ডারদের প্রেরিত মতামত সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবকৃত খসড়া বিধিমালার উপর মতামত প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের মতামত চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণের মতামত যা সভায় উপস্থাপন করা হয়।

আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) এ.কে. এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী, যুগ্মসচিব (জাহাজ) জনাব এ.টি. এম মোনেমুল হক, ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন, প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম, ক্যাপ্টেন সাঈদ আহমদ, এনএসই, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, জনাব আনিস-উদ-দৌলা, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, কর্ণফুলী গ্রুপ, জনাব আনিস জামাল হক, এইচ আর লাইন্স লি. বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও, সভায় অনলাইনে যুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়াল এডমিরাল এম. শাহজাহান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এস এম সাব্বির, ওশান গোয়িং শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর সাধারন সম্পাদক এ এস এম আব্দুল বাতেন, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ, শিপার্স কাউন্সিল অফ বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি আকলিমা খানম।

২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) জনাব এ.কে. এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী আলোচ্য বিধির ৯ অনুচ্ছেদে 'সংশ্লিষ্ট বন্দরের' শব্দ দু'টি সংযোজনের অনুরোধ করেন।

৩। প্রস্তাবিত বিধিমালার ধারাওয়ারী আলোচনায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব এ.টি.এম মোনেমুল হক অনুচ্ছেদ-২ এর 'ছ' তে **'যা'** শব্দটি যুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন। ৬(২) অনুচ্ছেদে Contact of Sale এর স্থলে **Contract of Sale** প্রতিস্থাপন করা, (ঘ) অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের পতাকাবাহী'র পরে **উপযুক্ত** শব্দটি প্রতিস্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়াও, ৬(৫) এ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শব্দটি ব্যবহারের জন্য তিনি সভায় মতামত ব্যক্ত করেন।

৪। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভায় জনাব আনিছ উদ-দৌলা, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, কর্ণফুলি গ্রুপ ৬(৪) এ দর এর পর 'ও' শব্দটি ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও, সভায় এইচ আর লাইন্স লি. এর প্রতিনিধি জনাব আহসান জামাল হক ৬(৪) এ ৫০ শতাংশের পর 'পণ্য' শব্দটি ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করেন।

৫। সভায় চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানগণ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের প্রতিনিধি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ফজলে শিপিং লাইন্স লি. এবং প্রাইম ওশেন ট্রেড লি. বিধিটির বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করলে সভাপতি আগামী ২২-০২-২০২২ খ্রি. তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার পূর্বে লিখিত মতামত প্রেরণের জন্য তাঁদেরকে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত : সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, ফজলে শিপিং লাইন্স লি. এবং প্রাইম ওশেন ট্রেড লি.আলোচ্য বিধিটির বিষয়ে ২২-০২-২০২২ খ্রি. তারিখ আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার পূর্বে লিখিত মতামত প্রদান করবে;

খ। এছাড়াও, ২২-০২-২০২২ খ্রি. তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের পর চূড়ান্তভাবে বিধিটি সংশোধন করা হবে;

গ। সকল আলোচনা/পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালাটির পরিমার্জিত টেক্সট নিম্নরূপ হবে যাতে নতুন সংযোজনসমূহ বোল্ড অক্ষরে দেখানো হলো :

নং	বিধি
১।	শিরোনামঃ- (১) এই বিধিমালা বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে; (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে;
২।	সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়- (ক) "সরকার" অর্থ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; (খ) "মহাপরিচালক" অর্থ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; (গ) "নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ২(২) ধারায় উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ; (ঘ) "বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ" অর্থ আইনের ২(১) ধারায় উল্লেখিত জাহাজ; (ঙ) "রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা" অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা; (চ) "সরকারি তহবিল" অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত তহবিল; (ছ) "পণ্য" অর্থ কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য, জীবিত প্রাণী ও যন্ত্রপাতি এবং কঠিন, তরল বা বায়বীয় দ্রব্যাদি যা কন্টেইনার, প্যালেট, প্যাকেজিং সহকারে অথবা সরাসরি জাহাজের মাধ্যমে সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়; (জ) "অত্যাবশ্যকীয় পণ্য" অর্থ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য; (ঝ) "আইন" অর্থ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৮ নং আইন); (ঞ) সাধারণ অব্যাহতি (General Waiver) অর্থ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ ধরনের জাহাজ, পণ্য অথবা নির্দিষ্ট দেশে বা দেশ হতে এবং/অথবা বিশেষ ধরনের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে, এবং/অথবা বিশেষ ধরনের জাহাজ দ্বারা পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি যার ফলে ঐ সকল দেশে বাংলাদেশ হতে এবং/অথবা ঐ সকল পণ্য এবং/অথবা ঐ সকল জাহাজের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে অব্যাহতি সনদ নেয়ার প্রয়োজন নেই; (ট) অব্যাহতি সনদ (Certifiacte of Waiver) অর্থ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন ২০১৯ এর আওতায় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট জাহাজ, বন্দর, পণ্য এবং পণ্য বোঝাই সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত সনদ যা পণ্য বোঝাই করিবার পূর্বে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রদান করা হয়;
৩।	সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধঃ আইনের ধারা ৩(১)(ক), ৩(১)(খ), ৩(১)(গ), ৩(১)(ঘ) এবং আইনের ধারা ৪ এর অধীনে সাধারণ অব্যাহতি বা অব্যাহতি সনদ জারী করা হইয়াছে অথবা অনুমতি প্রদান

	করা হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্য বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের মাধ্যমে পরিবহণ করিতে হইবে;
৪।	সাধারণ অব্যাহতির নিয়ম (১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের কিছু পণ্য, বাণিজ্য পথ বা বন্দর/দেশ যেখানে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের চলাচলের সুযোগ নেই বা নৌ সেবা প্রদানে সীমাবদ্ধতা আছে এমন সকল ক্ষেত্রে সাধারণ অব্যাহতি সনদ জারী করিতে পারিবে; (২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উপবিধির ১ এর অধীনে জারীকৃত সাধারণ অব্যাহতি আদেশ সময় সময় তবে বছরে কমপক্ষে ২ বার পর্যালোচনা করে বজায় রাখা বা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;
৫।	বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্যের অব্যাহতি সনদ মঞ্জুর: (১) বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের মালিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান যে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, বাংলাদেশে বা বাংলাদেশ হইতে পণ্য পরিবহনে ইচ্ছুক এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তাহাকে নির্ধারিত ছকে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট অব্যাহতি সনদ জারীর জন্য আবেদন করিতে হইবে; (২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ৩(১)(ক), ৩(১)(খ), ৩(১)(গ), ৩(১)(ঘ) এবং আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী সাধারণ অব্যাহতি বা অব্যাহতি সনদ প্রাপ্ত অথবা অনুমতি প্রাপ্ত পণ্য ব্যতীত অন্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজকে ক্রমানুসারে সুযোগ প্রদানের পর অব্যাহতি সনদ জারী করিতে পারিবে; (৩) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং শিপিং বাণিজ্য চলমান রাখার লক্ষে অব্যাহতি সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী অব্যাহতি সনদের আবেদনের সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে। (৪) অব্যাহতি সনদের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সংগঠন) সর্বোচ্চ ২(দুই) দিবস এবং এরপর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ১(এক) দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে করিবে;·
৬(১)।	বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা)'র প্রক্রিয়াঃ (১) সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্যের ক্ষেত্রে ধাপ গুলো নিম্নরুপ হইবেঃ (ক) আমদানিকারক/রপ্তানিকারক পণ্য মূল্য ও আনুমানিক পরিবহণ ভাড়া উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সংগঠন কে অবহিত করিবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা শিপিং ব্রোকার হিসেবে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করিবে যেখানে বাংলাদেশের ও বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ সকলেই অংশগ্রহণ করিতে পারিবে; (খ) বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ অথবা বাংলাদেশের পতাকাবাহী অন্যান্য জাহাজ সর্বনিম্ন দরদাতা হইলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার জাহাজ উক্ত সর্বনিম্ন দরে সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাইবে; (গ) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার জাহাজ সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ গ্রহণ না করিলে উক্ত সর্বনিম্ন দরে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের পতাকাবাহী অন্যান্য জাহাজ সমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাইবে তিনি সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ গ্রহণ না করিলে তৎপরবর্তী নিম্ন দরদাতা সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাইবে; (ঘ) বাংলাদেশের পতাকাবাহী উপযুক্ত জাহাজ পাওয়া না গেলে অথবা বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সমূহ উক্ত পণ্য পরিবহনে আগ্রহী না হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বিদেশি জাহাজের অনুকূলে অব্যাহতি সনদ জারী করিতে পারিবে।
৬(২)।	(২) সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ধাপ গুলো নিম্নরুপ হইবেঃ (ক) পণ্য আমদানীকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে বিক্রয় চুক্তি (Contract of Sale) স্বাক্ষরিত হইবার পর পণ্য আমদানীকারক/রপ্তানিকারক (অথবা তাহার প্রতিনিধি) পণ্যের পরিমান, পণ্য বোঝাই করার বন্দর (Port of Loading), পণ্য খালাস করার বন্দর (Port of Discharge) , লেক্যান (Laycan), লেটাইম (Laytime), এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ আন্ত:মন্ত্রণালয় চার্টারিং কমিটির তালিকাভুক্ত ব্রোকারেজ হাউজ কিংবা অনুরুপ সেবা প্রদানকারীকে জানাইবে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সংগঠন ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অনুলিপি প্রদান করিবে। এরপর পণ্য আমদানীকারক/রপ্তানিকারক (অথবা তাহার প্রতিনিধি) উক্ত পণ্য

	আমদানির/রপ্তানির নিমিত্তে এল সি (Letter of Credit) খোলার ২৪ ঘন্টার মধ্যে উল্লেখিত সংস্থাগুলিকে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সহকারে পুনরায় অবহিত করিবে; (খ) ব্রোকারেজ হাউজ/ব্রোকারেজ হাউজসমূহ সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পণ্য এবং অবস্থান সাপেক্ষে উপযুক্ত বাংলাদেশী জাহাজ নির্ধারণ করিবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সংগঠন ব্রোকারেজ হাউজ/ব্রোকারেজ হাউজসমূহকে কিংবা অনুরূপ সেবা প্রদানকারীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য দিয়ে উক্ত পণ্য বহনের জন্য উপযুক্ত বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে; (গ) এভাবে নির্ধারণ করা জাহাজের ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকিলে পণ্য আমদানীকারক/রপ্তানিকারক /বিদেশী জাহাজ মালিক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল করিতে পারিবে। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এরুপ আপিল ৩(তিন) দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে; (ঘ) বাংলাদেশের পতাকাবাহী উপযুক্ত জাহাজ পাওয়া না গেলে অথবা বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সমূহ উক্ত পণ্য পরিবহনে আগ্রহী না হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বিদেশি জাহাজের অনুকূলে অব্যাহতি সনদ জারী করিতে পারিবে;
৬(৩)।	(৩) সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পণ্য বহনের জন্য বাংলাদেশের পতাকাবাহী উপযুক্ত জাহাজ থাকিলেই শুধুমাত্র ৬(২) এর প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইবে অন্যথায় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বিদেশি জাহাজের অনুকূলে অব্যাহতি সনদ জারী করিতে পারিবে;
৬(৪)।	(৪) ধারা ৬(১) এর ক্ষেত্রে দরপত্রে প্রস্তাবিত দর ও সর্বনিম্ন দরের পার্থক্য অনধিক ২০ শতাংশ হইলেই কেবল উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের পতাকাবাহী উপযুক্ত জাহাজ সুযোগ পাইবে। অন্যূন ৫০ শতাংশ পণ্য বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা পরিবহণের জন্য অথবা অন্য কোন সরকারি সিদ্ধান্তে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এখানে উল্লেখিত ২০ শতাংশের ব্যবধান পরিবর্তন করিতে পারিবে;
৬(৫)।	(৫) সরকার কর্তৃক ঘোষিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যেকোনো জাহাজকে অব্যাহতি সনদ প্রদান করিতে পারিবে;
৭।	(১) বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ নহে এইরুপ কোন জাহাজ দ্বারা উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণ করা যাইবে না। তবে উপযুক্ত বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ না পাওয়া গেলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বিদেশি জাহাজের অনুকূলে অব্যাহতি সনদ জারী করিতে পারিবে; (২) উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনে অব্যাহতি সনদ প্রাপ্ত বিদেশি জাহাজের একটানা তিন মাস বাংলাদেশী পণ্য পরিবহণ কাজে নিয়োজিত থাকিলে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিক নিয়োগ করিতে হইবে। এরুপ জাহাজ একটানা ১(এক) বছর বাংলাদেশী পণ্য পরিবহণ কাজে নিয়োজিত থাকিলে শতভাগ বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিক নিয়োগ করিতে হইবে;
৮।	আইনের ধারা ৩ এবং ১০ এর উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে জাহাজে পরিবাহিত পণ্যের বীমাপলিসি বাংলাদেশী বীমা কোম্পানির মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে;
৯।	আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সমূহ বাংলাদেশী বন্দরসমুহে অগ্রাধিকারভিত্তিক বার্থিং সুবিধা পাইবে। সংশ্লিষ্ট বন্দরের সামর্থ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিক বার্থিং সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;
১০।	অব্যাহতি সনদ প্রত্যাহার বা বাতিল সংক্রান্ত: বিধি ৪ এবং ৬ এর অধীনে প্রদত্ত অব্যাহতি সনদ জারী করিবার পর পরবর্তী যে কোন পর্যায়ে আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহ অসত্য, ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রমানিত হইলে সেই অব্যাহতি সনদ প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইতে পারে;
১১।	মনিটরিং কমিটি গঠনঃ (১) সরকার স্টেকহোল্ডার সহ অন্যান্যদের সমন্বয়ে অনধিক ৭ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করিতে পারিবে;

	(২) মহাপরিচালক পদাধিকারবলে উক্ত কমিটির সভাপতি এবং চিফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌপরিবহণ অধিদপ্তর সদস্য সচিব হইবেন; (৩) কমিটির সভাপতি সভা আহ্বান করিবেন এবং সভাপতি সহ ৫০ শতাংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম পূর্ণ হইবে; (৪) কমিটি বছরে কমপক্ষে ১ (এক) বার সভা করে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এবং এর বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা এবং নির্ধারিত কার্যপরিধি মোতাবেক দায়িত্ব পালন করিবে;
১২।	অসত্য তথ্য প্রদান, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ, আপিল এবং কোম্পানি কর্তৃক বিধান লঙ্ঘন বিষয়ে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা কার্যকর হইবে;
১৩।	এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Bangladesh Flag Vessels (Protection) Rules, 1982 এবং তৎপরবর্তী এ সংক্রান্ত সংশোধন এতদ্দারা রহিত হইবে;
১৪।	ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।– (১) এই বিধিমালা জারী হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার মূল পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে; (২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ১০-০৩-২০২২।

(মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

রেজুলেশন, ২৭-২-২২

নং-১৮.০০.০০০০.০২৪.০০৪.০২.২১-৩৩(ক)

তারিখ: ১৬-০৩-২০২২।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১০। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।
১১। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
১২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
১৬। কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম।
১৭। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
১৮। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম।
১৯। প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম।
২০। .....।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(উন্নয়ন)/(সংস্থা-১/২) এবং যুগ্মসচিব (জাহাজ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মুহাম্মদ লুৎফর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৮০৭৮৬
ds.ship@mos.gov.bd